পাক্ষিক

আহমদী

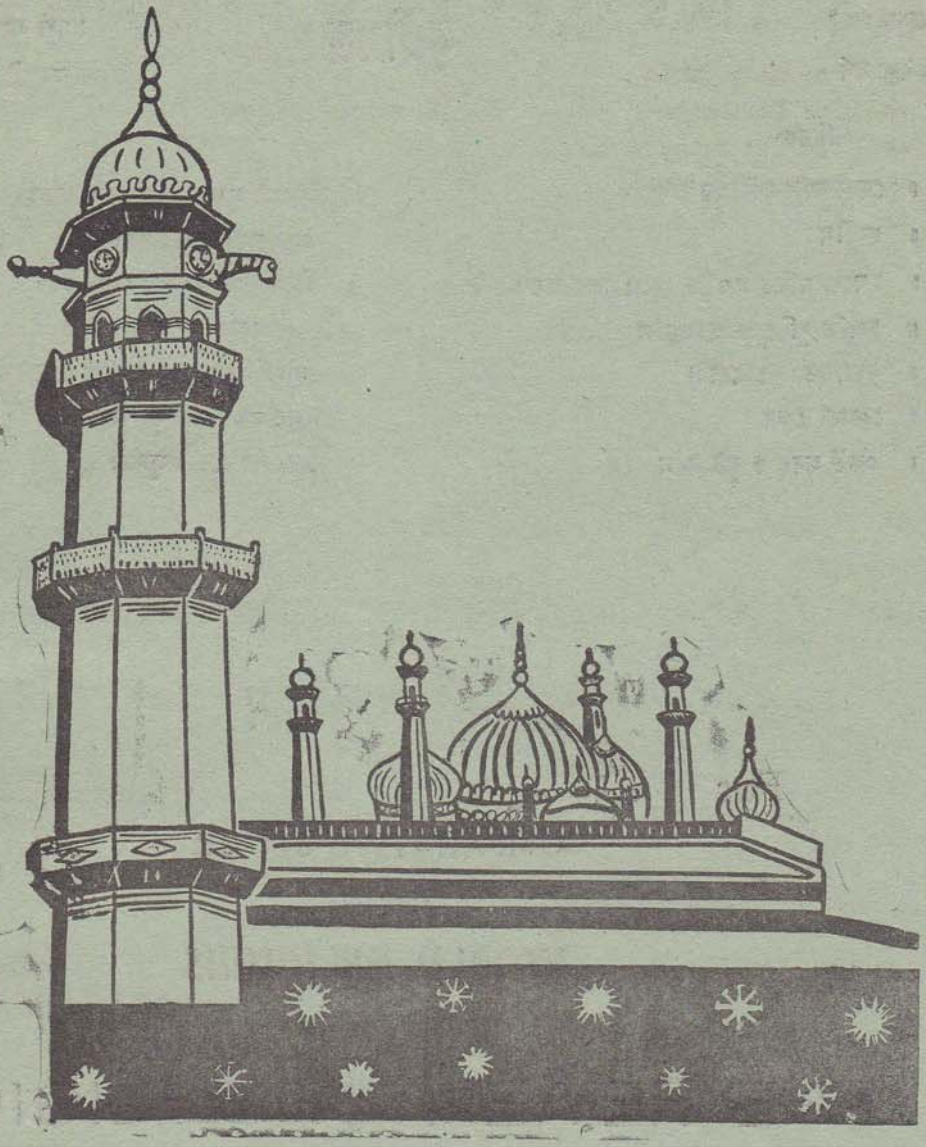

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৭শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৭শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৭৭৯
হাদীস	অনুবাদক—বশীর আহ্‌মদ	৭৮০
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদক—ইবনে মোহাম্মাদ	৭৮২
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৭৮৩
হাল্লাতে তাইয়্যেবা	মৌলবী আবদুল কাদির (রহঃ)	৭৮৬
রোজা কেন	অনুবাদক—মাহমুদ আহমদ	৭৮৯
একটি হৃদয় ও দুটি নয়ন	মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান	৭৯৩

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই জানুয়ারী : ১৯৬৯ সন : ১৫ই নবুওত : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১৭শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

১ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১॥ অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (কোরআন পাঠ করিতেছি)।

২॥ আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। এইগুলি বিশদ বর্ণনাকারী মহাগ্রন্থের বাক্য সমূহ।

৩॥ নিশ্চয় আমরা উহাকে আরবী কুরআনরূপে

অবতারণ করিয়াছি, যেন তোমরা (উহাতে) বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

৪॥ আমরা তোমার নিকট (প্রত্যেক বিষয়কে) অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিতেছি, কেননা আমরা এই কোরআনকে তোমার নিকট (প্রকৃত তত্ত্বপূর্ণ) ওহী দ্বারা নাযিল করিয়াছি এবং নিশ্চয় তুমি ইতি পূর্বে (এই সমস্ত) তত্ত্ব সম্বন্ধে নবগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৫॥ (তুমি সেই কথা স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে স্বপ্নে দেখিয়াছি (এবং ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় যে,) উহাদিগকে আমার সাক্ষাতে সিজ্‌দা করিতে দেখিয়াছি।

৬॥ সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রিয় পুত্র; তোমার (এই) স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, নতুবা তাহারা তোমার সম্বন্ধে (আবশ্য) কোন (শত্রুতাপূর্ণ) ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৭॥ এবং (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রভু তোমাকে নির্বাচিত করিবেন এবং তোমাকে (স্বপ্ন) বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের (প্রকৃত) বংশধরগণের প্রতি সেইভাবেই তাঁহার নিয়ামত-পূর্ণ করিবেন যেভাবে তোমার পিতৃপুরুষদ্বয় ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু সম্যক-জ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীস ॥

১

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তিকে ভাল বাসি, যাহার আখ্‌লাক (আচার ব্যবহার) ভাল। (বোখারী)।

২

কাবিলা মাজনিয়ার এক জন হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবারা রসুল করিম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রসুলাল্লাহ্, মানুষকে যে সমস্ত জিনিষ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোন জিনিষটি সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি বলিলেন, ভাল আখলাক। (বায়হাকী)।

৩

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, সবচাইতে পুণ্যবান যাহার আখলাক (নৈতিক অবস্থা) ভাল। (বোখারী, মুসলেম)।

৪

হযরত নোয়াস বিন সামআন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রসুল করিম (সাঃ)-এর নিকট পুণ্য এবং পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, পুণ্য ভাল আখলাককে বলা হয় এবং পাপ হইল উহা যাহা তোমার হৃদয়ে সন্দেহের

সৃষ্টি করে এবং তুমি উহা অপছন্দ কর যে, লোক উহার সমন্ধে অবগত হউক। (মুসলেম)।

৫

হযরত আবু দাউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে সমস্ত জিনিষ কিয়ামতের দিন মোমেনের আমলের পাল্লায় রাখা হইবে, উহাদের মধ্যে সবচাইতে ভারী হইবে আখলাক। এবং খোদা তালা সেই ব্যক্তিকে নিজের শত্রু মনে করেন, যে মন্দ কথা বলে। (তিরমীজি)।

৬

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রসুল করিম (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মোমেন ভাল আখলাক দ্বারা সেই ব্যক্তির মর্যদা লাভ করিতে পারে, যে সর্বদা রাত্রিতে এবাদত করে এবং দিনে রোজা রাখে। (আবু দাউদ)।

৭

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিব, তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কে? সাহাবারা বলিলেন; হাঁ, রসুলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট লোক তাহারা, যাহাদের আয়ু দীর্ঘ এবং আখলাক ভাল। (আহমদ)।

৮

হজরত মায়াজ হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন আমি ইয়ামান যাইবার জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া রেকাবে পা রাখিলাম, তখন রসুল করিম (সাঃ) আমাকে এই উপদেশ দিলেন যে, "মায়াজ! লোকের তরবীয়ত এবং শিক্ষার জন্য নিজের আখলাককে ভাল কর"। (মালেক)।

৯

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে সুন্দর ভাবে সৃষ্টি করিয়াছ আমার আখলাককেও সুন্দর কর। (আহমদ)।

১০

হযরত হারেসা বিন ওহাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, যাহার আখলাক ভাল না এবং যে কটু কথা, বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(আবু দাউদ, বায়হাকী)।

অনুবাদক—বশির আহমদ

★

॥ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

[হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও প্রচার]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইহাতে আমার অপরাধ কি? যখন আমার এই আদেশ মিলিল।

আমি কে যে, মহান সর্বশক্তিমান (খোদা)-র আদেশকে রদ করিব ॥

এখন যে আদেশ মিলিল, ইহা সম্পাদন করাই হইল আসল কাজ।

যদিও আমি একান্ত দুর্বল, শক্তিহীন এবং বিক্ষত হৃদয় ॥

প্রত্যেক বিষোদীরণ কারীকে আহ্বান করা কোন সহজ কাজ নহে।

প্রত্যেক পদে পদে বিপদসঙ্কুল পর্বত এবং প্রত্যেক রাস্তায় কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য ॥

দিবারাত্রি আমার চিৎকারধ্বনী আকাশকে মুখরিত করিয়াছে।

কিন্তু এই চিৎকারধ্বনি মুর্খদের হৃদয়কে স্পর্শ করিল না।

হৃদয় নিয়তির কবলে অবস্থিত, যদি আল্লাহ্তালা চাহেন।

হৃদয়কে আমার দিকে ফিরাইয়া দেন, তখন উহা নিজেই ছুটিয়া আসিবে ॥

যদি তিনি নিদর্শন প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ক্ষণিকের মধ্যে নরম হইয়া যায়।

সেই পাষান হৃদয়, যাহা পর্বতের প্রস্তরের ন্যায় ॥

হায়, আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করিয়া কি লাভ করিল।

ভূমিকম্পে শতাধিক ঘরবাড়ী কন্দরে পরিণত হইয়া গেল ॥

ধর্মানুরাগের খাতিরে সেই সময়ের উপর তাহাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ছিল।

ইহাও উচিৎ ছিল যে তাহারা কিছুদিন ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করে ॥

তাহারা কি শিক্ষার সমস্ত স্তর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তাহাদের চোখের সম্মুখে কি কোন অন্ধকার ও তামসপূর্ণ পথ ছিল না ॥

হৃদয়ে যে সমস্ত বাসনা ছিল, উহা আমার হৃদয়েই রহিয়া গেল।

যাহাদের উপর বেশী ভরসা ছিল, তাহারাই প্রাণের শত্রু হইয়া গেল ॥

তারা এমন বিপথগামী হইয়াছে যে, এখন তাহাদের সৎপথে ফিরিয়া আসা কঠিন।

হায়, আমি কি ভাবিয়াছিলাম, এবং কি ঘটিয়াছে ॥

কাহার নিকট আমার এই হৃদয়ের বেদনার কথা বলিব।

তাহারা সাক্ষাৎ করিতেও ঘৃণা করে কথা শুনা তো দুরের কথা ॥

কি করি, কিভাবে নিজের জীবনকে বিলীন করিয়া দিই।

ঘোষণাকারীগণ কিভাবে আমারদিকে নজর ফিরাইবে ॥

আল্লাহ্তালার তরফ হইতে এত নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা দেখিয়া শয়তানেরও হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে ॥

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণের অধিকাংশেরই লজ্জা নাই।

শত শত প্রমান দেখিয়াও তাহারা কুৎসার ব্যবসা ছাড়ে না ॥ (ক্রমশঃ)

অনুবাদক—ইব্নে মোহাম্মাদ

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মানুষকে মারার জন্য মানুষের কতইনা চেষ্টা

সোভিয়েট সামরিকী ইন্টারন্যাশন্যাল এ্যাফেয়ার্সে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আলেকজাণ্ডার আলেক্‌য়েভের নিরস্ত্রীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। প্রবন্ধটিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৬২ সালে গোটা বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয় করা হয় ১২ হাজার কোটি ডলার (প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা)। এই ব্যয় বিশ্বের মোট জাতীয় ব্যয়ের প্রায় একদশমাংশ (ইউনেস্কো তথ্য)।

১৯৬৫ সালে এই ব্যয় ছিল ১৮ হাজার কোটি ডলার (প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা)। ১৯৬৭ সালে বিশ্বের সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২ হাজার ৫ শত কোটি ডলার (প্রায় একশত সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা)। এই হিসাব হল সামরিক খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয়ের। সামরিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। সামরিক ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করলে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে মানুষ তার হিংস্র প্রবৃত্তিকে চারিতার্থ করার জন্য বা অন্য মানুষের হিংস্রতা হতে নিজকে রক্ষার জন্য এই বিপুল সামরিক ব্যয় করছে। অন্যান্য হিংস্র প্রাণি হতে রক্ষার জন্য মানুষ সামরিক আয়োজন যে করছে না—একথা বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। খাদ্য উৎপাদন বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এত ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে জাতি জাতিতে অবিশ্বাস, একে অন্যের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব মানবতা বোধের অভাব ইত্যাদির দরুনই বহু আদম সন্তানকে উপোস রেখেও সামরিক ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মানুষ যে, সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে আসছে, তার সামরিক প্রস্তুতি কি ঐ দাবীকে নসাৎ করে দিচ্ছে না)। অন্যান্য প্রাণীদের যদি ভাষা ও চিন্তা শক্তি থাকতো, তবে তারা হয়ত অভিযোগ তুলতো, মানুষ তোমরা যতই শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করো না কেন—হিংস্রতায় তোমাদের আর জুড়ি নেই। বস্তুতঃ বিশ্ব মানবতা বোধকে দুনিয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারা পর্যন্ত এই অপবাদ হতে আমাদের মুক্ত হওয়ার কোনই পথ আছে বলে মনে হয় না।

জুয়া বন্ধের সুপারিশ ঃ

গত বছর নভেম্বর মাসে ইসলামি উপদেষ্টা কাউন্সিল সকল প্রকার জুয়াখেলা সম্পূর্ণরূপে বন্দ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলো।

টাকার পরিমাণ নির্বিশেষে সকল প্রকার বাজিই ইসলামে নিষিদ্ধ বলে উপদেষ্টা কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করেছে। ঘোড়া দৌড় প্রসঙ্গে পরিষদ বলে যে, এটি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের বাজি নিষিদ্ধ।

সমাজকে জুয়ার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন তা এখনও জানা যায় নি। কিন্তু পাকিস্তান একটি ইসলামি

রাষ্ট্র। এদেশের অধিকাংশ নাগরিকই মুসলমান। মুসলমান হিসাবে ইসলামের আরোপিত বিধি নিষেধ মেনে চলা সবারই কর্তব্য। এদিক থেকে বিচার করলে আপনা হতেই জুয়া হতে দূরে থাকার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে কি? না হলে, কেন হচ্ছে না তা তলিয়ে দেখা দরকার। পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলতে হলে ইসলামি আদর্শ হতে দূরে সরে থাকে, তা কখনও সম্ভবপর হবে কি?

সমগ্র ভারতের মদ্যপান নিষিদ্ধ করণের সংগ্রাম ঃ

নয়াদিল্লী হতে সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে মহাত্মা গান্‌ধীর শততম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হইবে। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করণের জন্য মদ্যপান বিরোধীরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক অঞ্চলে মদ্যপান রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ২টি রাজ্যে উহা সামগ্রিকভাবে বর্জন করা হইয়াছে। এই ২টি রাজ্য হইতেছে গান্‌ধীর জন্ম স্থান গুজরাট ও মাদ্রাজ। গান্‌ধী নিজেই মদ্যপানকে পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। এক সময় মহারাষ্ট্রে মদ্যপানের উপর কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু চলতি বৎসরের দিকে মহারাষ্ট্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। গত বৎসর উড়িষ্যার উজির সভা রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা বাতেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গত ১৮ মাসের মধ্যে মহীশূর, কেরালা ও মধ্য প্রদেশে সামগ্রিকভাবে মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্‌ধীর নামে ভারত মদ্যপানের অভিশাপ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছে। এতে সফলতা লাভ করিলে মানবতার জন্য তা খুবই আনন্দবহ হবে। ভারত এতে কামিয়াবি হাশেল করুক—আমরা এই শুভেচ্ছাই পোষণ করছি।

অতি পরিতাপের সাথে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, মদ্যপান হতে দেশকে মুক্তি করার কোন আন্দোলন পাকিস্তানে দানা বেঁধে উঠছে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ পাকিস্তানের জন্মই হয়েছে ইসলামের নামে এবং ইসলামি আদর্শকে রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ১৪ শত বৎসর আগেই ইসলাম মদ্যপানকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। নবী করিম (সাঃ) ও সাহাবাদের (রাঃ) জীবনে এই আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। অথচ বর্তমানে মুসলিম দেশ গুলিতে মদ্যপান বিস্তার লাভ করে চলেছে বলেই শুনা যায়। এরূপ ভাবেই কি মুসলিম দেশগুলো ইসলামের আদর্শের ধারক ও বাহক বলে পরিচয় দিতে চায়? স্বতঃই প্রশ্ন জাগে এভাবেই কি তারা নিজেদের ও ইসলামের উদ্ধার সাধনে এগিয়ে যেতে চায়? যদি তাই হয়, তবে মুসলমানদের সুদিন যে সুদূরে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

এই শিশুদের বাঁচাবে কে?

উপরোক্ত শিরোনামায় কিছুদিন পূর্বে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। জনৈক বৃটিশ সংবাদিক সুসান গার্থ বলেন, "বায়াফ্রার সকল শিশুই মরণোন্মুখ এবং আগামী দু'মাসের মধ্যে তারা সবাই মারা যাবে।"

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখানে যে কয়টি কথা বিশেষভেবে দেখার তা হল যে সকল শিশু শোচনীয় ভাবে মানুষের হিংস্রতার শিকারে পরিণত হয়েছে তারা সবাই নিষ্পাপ। তারা যুদ্ধ বিগ্রহের কিছুই বুঝে না। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যে 'নীচাদপি নীচে' চলে যেতে পারে এর একটি প্রত্যক্ষ ও জলন্ত দৃষ্টান্ত হলো

বায়াফ্রার শিশুদের করুণ মৃত্যু। এই শিশুরা ঐ দেশেরই সন্তান যে দেশ হিংস্রতায় মেতে উঠেছে। জাহিলিয়াতের যুগে আরবের কোন কোন কবিলার লোকেরা নিজেদের মেয়েদের হত্যা করতো। তাদেরকে আমরা অসভ্য বর্বর বলে থাকি। কিন্তু বর্তমান যুগের সভ্যতার গর্বে গর্বিত হয়ে যারা লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, জানিনা তাদেরকে কিভাবে আখ্যায়িত করা যাবে। ভিয়েতনামেও হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটছে সভ্য মানুষের সর্বাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে।

যখন মানুষের অনাচার অবিচার এমনিভাবে চরমে উঠে যে নিষ্পাপ শিশুদের করুণ আর্তনাদও তাদের হৃদয়ের মর্মে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়, তখনই আল্লাহর তরফ হতে কোন প্রেরিত পুরুষের আগমন ঘটে, যিনি মানুষকে আবার মানবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ যুগও মানুষের অধঃপতনের চরম ক্ষণে হযরত ইমাম মাহদি (আঃ)-এর শুভাগমন হয়েছে। তাঁর জামাতের মধ্যেমেই মানুষ আবার মানবতার শূণ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্য পথে পা বাড়ালে অশান্তি ও দুঃখ দুর্দশা তাকে অক্টোপাশের মত আকড়ে ধরবে।

কারিগরি বিদ্যার চরম ব্যবহার

ইদানিং "চুরির কাজে ভাড়াটিয়া কারিগর ব্যবহার" শিরোনামায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাগণ বড় বড় চুরিতে ডাকাতির কাজে ভাড়াটিয়া হিসাবে ব্যবহৃত একদল কারিগরের সন্ধানে বর্তমান অনুসন্ধান চালাইতেছেন।

উক্ত কারিগরেরা গত সোমবার থর্মিক ল্যান্সের ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তর লণ্ডনের এক প্রতিষ্ঠানের ষ্ট্রংরুম হইতে ১ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ চুরির কাজে সহায়তা প্রদান করে।

উল্লেখযোগ্য যে থার্মিকল্যান্স ২,৫০০ সেন্টিগ্রেড ৩৯০০ (ফারেনহাইট) তাপে মাত্র কয়েক মিনিটে ইস্পাতের পাত কাটিয়া ফেলিতে পারে।

পেশাদার অপরাধীরা বুঝে যে এই সমস্ত কারীগরদের ছাড়া কয়েক ধরণের সিন্দুক ও ষ্ট্রংরুম ভেদ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে প্রায় ১ বৎসর পূর্বে লণ্ডণে প্রথম তাহাদের ভাড়া করিয়া আড়াই লক্ষ মূল্যের নগদ অর্থ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করা হয়।

লণ্ডণের বাজারে এই সমস্ত বিশেষজ্ঞের দাম এত বাড়িয়াছে যে, তাহারা উপদেষ্টা সার্জনদের সব এদিক সেদিক ঘুরিয়া জটিল সব অস্ত্রোপচার চালায় এবং বাকী সাফাইয়ের কাজ অন্যের উপর ছাড়িয়া দেয়।

গত সোমবারের চুরিতে তাহাদের পাঁচ ইঞ্চিপুরু ইস্পাতের পাত কাটিয়া পথ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাহারা ৮০টি ইস্পাতের থার্মিক থ্যান্স, ৯টি অক্সিজেন সিলিণ্ডার, গগ্‌লস, মুখোস ও ৮ ফুট লম্বা ক্রুপার লইয়া অকুস্থলে হাজির হয় এবং কাজ সমাধা করিয়া দেয়।

বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। এটা হলো একটা দিক। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো মানুষের নৈতিক জীবন গড়ে তোলা। তা না হলে, মারণাস্ত্রের ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও বিজ্ঞান ও কারিগরি কলা কৌশল তার সুখ শান্তি না বাড়িয়ে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। উন্নত দেশগুলোতেই তা সুরু হয়েছে। উপরোক্ত সংবাদটি তাই ঘোষণা করছে। বস্তুতঃ নৈতিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ়মূল না হলে, কারিগরি বিদ্যায় 'হারিকরির' (আত্মহত্যার) শামেল হবে।

॥ হায়াতেতাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইল যে সাধারণতঃ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে 'নবীর' যে অর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা ঠিক ও শুদ্ধ নয়, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাকে নবীগণের অন্যতম বলিয়া প্রকাশ করেন।

কিন্তু যে সম্প্রদায় ১৯১৪ সনে দ্বিতীয় খেলাফতের নির্বাচন উপলক্ষে জামায়াতের মূল দেহ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহারা বলে যে, হযরত আকদস কখনো 'নবুওত' ও 'রেসালতের' দাবী করেন নাই। তিনি বরং সর্বদা ইহা অস্বীকার করিতেন এবং ইহাকে 'কুফর' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন। প্রথম হইতেই তাঁহার দাবী 'মুহাদ্দাস' হওয়ার ছিল। ইহাতে তিনি শেষ পর্যন্ত কায়েম ছিলেন। তিনি ইহা কখনো তরক করেন নাই।

এখন আমরা ইহা নিয়া একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। কোন সন্দেহ নাই যে, হযরত আকদাস নবুওতের বিষয় উদঘাটিত হইবার পূর্বে এলহামোক্তে 'নবী' ও 'রসুল' শব্দের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আপনাকে 'মুহাদ্দাস' মনে করিতেন এবং ইহা বাস্তবিকই সমীচীন ও ঘটনা-সম্মত ছিল। কারণ, নবুওতের অর্থ তখন মনে করা হইতঃ

"ইসলামের পরিভাষায় 'নবী' এবং 'রসুলের' অর্থ তিনি আদর্শ শরীয়ত আনয়ন করেন, বা পূর্ববর্ত্তী শরীয়তের কোন কোন আদেশ নিষেধ রহিত করেন বা পূর্ববর্ত্তী নবীর উম্মত বলিয়া অভিহিত হন না এবং কোন নবী কর্ত্তৃক কোনরূপে উপকৃত না হইয়া খোদা-তা'লার সহিত সোজাসুজি সম্বন্ধ রাখেন।' ১

এই সংজ্ঞানুযায়ী তিনি 'নবী' ছিলেন না। কারণ তিনি কোন নূতন শরীয়ত আনায়ন করেন নাই। তিনি মুহাম্মদীয় শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। তিনি মুহাম্মদীয় শরীয়তের কোন কাট-ছাট করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি ইহার হেফাজত এবং প্রচারের জন্য 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সোজাসুজি লাভ করেন নাই। হযরত খাতামুন নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অসিলায় তাঁহার মাধ্যমে প্রাপ্ত হন। তিনি 'গায়ের মুস্তাবে' 'গায়ের উম্মতী' ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁহার কর্ত্তা-ও প্রভূ অনুসরণীয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্ত্তী ও উম্মতি। এই জন্য তিনি পূর্ববর্ত্তী সর্ববাদী সংজ্ঞা অনুযায়ী নবী ও রসুল হওয়া অস্বীকার করিতেন এবং তিনি এই সকল এলহামী শব্দগুলির তাৎপর্য গ্রহণ পূর্বক আপনাকে 'মুহাদ্দাস' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহার এই কার্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ ঠিক ছিল।

ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়াও ইহাই উচিৎ ছিল। কিন্তু এই প্রকার কর্ম-নীতিতে যে ঐশী মঙ্গলেচ্ছা নিহিত ছিল, তাহা যখন সফল হইল এবং আল্লাহ্-তালা তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন যে, নবীর সংজ্ঞা ইহা নহে, যাহার সহিত একমত হইয়া তিনি নিজে 'নবী' ও 'রসুল' হওয়া অস্বীকার করিতেন এবং আপনাকে 'মুহাদ্দাস' জ্ঞান করিতেন ও বলিতেন, তখন তিনি নবীর এই সংজ্ঞা প্রকাশ করিলেন :

"খোদাতা'লার নিকট হইতে এক প্রকার বাণী, যাহার মধ্যে গায়েবের বিষয় থাকে, মহা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ থাকে, প্রাপ্ত হইয়া উহা মানুষের নিকট যিনি পৌঁছান, তাঁহাকে ইসলামী পরিভাষা অনুসারে 'নবী' বলা হয়।" ১

আবার হুযুর বলেন :

"আমার দৃষ্টিতে 'নবী' শুধু তাঁহাকেই বলা হয়, যাঁহার উপর খোদাতা'লার সুনিশ্চিত, সংশয়াতীত 'কালাম' বহুলরূপে অবতীর্ণ হয়। এজন্য খোদা আমার নাম 'নবী' রাখিয়াছেন, কিন্তু শরীয়ত বাদে।" ২

আরো বলেন :

"যখন সেই বাক্যালাপ, যাহা গুণ ও সংখ্যার দিক দিয়া কামাল দর্জ্জায় পৌঁছায়, তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি ও ন্যূনতা থাকে না এবং তাহাতে প্রকাশ্যতঃ ভবিষ্যদ্বিষয় সমূহ থাকে, তখন উহাই, অন্য কথায়, 'নবুওত' নামে অভিহিত হয়।" ৩

আবার বলেন :—

"নবীর প্রকৃত অর্থের প্রতি চিন্তা করা হয় নাই। নবীর অর্থ শুধু ইহাই যে, খোদা হইতে ওহীর দ্বারা সংবাদ প্রাপক, এবং ঐশীবাক্য-প্রাপ্তির সম্মানে সম্মানিত। শরীয়ত আনা তাঁহার পক্ষে জরুরী নয় এবং ইহাও জরুরী নহে যে, শরীয়ত বাহক নবীর অনুবর্ত্তী হইবেন না। সুতরাং, একজন উম্মতিকে 'এই প্রকার' নবী নির্দ্ধারণে কোন বাধা-বিপত্তি নাই—বিশেষতঃ, তদবস্থায়, যখন সেই উম্মতি 'নবী' তাঁহার অনুসরণীয় নবী মতবুয়ের 'ফায়েয' প্রাপ্ত হন।" ৪

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবুওতের যে সংজ্ঞা হযরত আকদাস পূর্বে করিতেন এবং যাহার মূলে তিনি আপনাকে গায়ের-নবী বলিতেন, সেই সংজ্ঞা ঠিক ছিল না। প্রকৃত সংজ্ঞা হইল উহা, যাহা খোদা-তা'লা বুঝাইবার পর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, নবী হইলেন তিনি, যাঁহার সহিত আল্লাহ্-তালা বহু বাক্যালাপ করেন—সেই বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ বিষয় সমূহ থাকে—আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার নাম 'নবী' রাখেন এবং তাঁহাকে মানুষের পথ-প্রদর্শনার্থে 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট) করেন। নূতন শরীয়ত আনা, কিম্বা পূর্ববর্ত্তী নবীর অনুবর্ত্তী না হওয়া নবীর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়।

এই সংজ্ঞা হুজুরের সর্বত সমর্থন করিত। এই জন্য হুযুর প্রকাশ করিলেন যে, তিনি 'নবী" ও 'রসুল।' হুযুরের ইহা বলাও সততার সম্যক অভিব্যক্তি ছিল, যে যে পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, হুযুর সোজা বলিতেন যে, তিনি নবী ও রসুল নহেন—তিনি 'মুহাদ্দাস'। কিন্তু যখনই প্রকৃত বিষয় উদ্ঘাটিত হইল, অমনি হুযুর পরিস্কার বলিলেন যে; তিনি নবী ও রসুল, শুধু মুহাদ্দাস (ঐশীবাণী প্রাপক মাত্র) নহেন।

এই প্রকৃত তত্ত্ব হযরত আকদসের সময় জমাআতের মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়, অর্থাৎ গায়ের মুবায়ীনগণও হযরত আকদসের সময় সর্ব্বদা স্বীকার করিতেন। গায়ের-মুবায়ীনগনের প্রথম আমীর জনাব মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব মরহুম হযরত আকদসের সময়ে 'রিভিয়ু অব রিলিজিয়স্,' মাসিক পত্রের সম্পাদক

(১) 'হুজ্জতুল্লাহ্', ৬ পৃঃ।
(২) 'তজাল্লিয়াত ইলাহিয়া', ২২ পৃঃ।
(৩) 'আল্-ওসিয়ত', ১২ পৃঃ।
(৪) 'যমিমা, বারাহীনে আহ্মদীয়া,' ১৩৮ পৃঃ।

ছিলেন। একবার, দুইবার নহে, তিনি বহুবার হযরত আকদসকে অন্যতম নবী বলিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের মুকাবিলায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। একটি লিখিত বাহাসের প্রসঙ্গে, যাহা তিনি খাজা গোলামুস্—সাকালাইন সাহেবের সহিত করিতেছিলেন—লিখিয়াছেন ঃ

"চারিটী বিষয় খাজা গোলামুস্ সাকালাইন, انا لننصر رسلنا و الذين امنوا فى الحيوة الد نيا

(নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমি আমাদের রসুলদিগকে এবং যাহারা ঈমান আনে, তাহাদিগকে ইহলৌকিক জীবনেও সাহায্য করিয়া থাকি') আমি যে সকল অর্থ করিয়াছিলাম, সেগুলি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, (১) শয়তান খোদার নিকট হলফ করিয়াছে যে, সকলকেই গুমরাহ্ করিবে...শয়তান, তাহার ধারণা সফল হইয়াছে! (২) ফিরআউনের জাতি (বনি-ইস্রায়িলের) দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদিগকে কতল করিয়াছিল। (৩) মসিহ্‌কে ক্রুশে দেওয়া হয়। (৪) চারি খলিফা এবং ইমাম হাসান ও হুসায়েন ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনই শত্রুর হস্তে নিহত হন।"

তর্ক চলিতেছিল নবুওতের সত্য দাবীকারক এবং মিথ্যা দাবীকারীর মধ্যে প্রভেদকারী নিদর্শন কোরআন করীম কি বর্ণনা করিয়াছে? এখন খাজা গোলামুস্ সাকালাইন নিজেই বলুন উপরে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় বিষয় যেখানে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের কথা বলা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত নবুওতের দাবীকারী অন্য কে? শয়তান কি নবুওতের দাবী করে? বনি ইস্রায়িলের দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ কি নবুওতের দাবী করিত? চারি খলিফা বা ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়েন কি নবুওতের দাবীকারী ছিলেন? যদি তাহা না হয়, তবে এই সকল কথার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ কি?" ১

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব খাজা গোলামুস্ সাকালাইন সাহেবের উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে শুধু হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের ব্যাপারকে ধরিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা নবুওতের দাবীকারী ছিলেন এবং অন্যদিকে, তিনি হযরত আকদসকে নবুওতের দাবীকারী রূপে বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে উপস্থিত করিয়া তাঁহার নবুওত প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। এজন্য খাজা গোলামুস্ সাকালাইন সাহেব অন্য বুযুর্গগণের বিষয় নিয়া যাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা এ কারণে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই নবুওতের দাবীকারী ছিলেন না।

সেইরূপ, ১৯০৪ সনে মৌলবী করমুদ্দিন সাহেব সাকিন ভীন, হযরত আকদসের বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকদ্দমায় বাদী পক্ষের সাক্ষী স্বরূপে মৌলবী মুহাম্মাদ আলী সাহেব আদালতে হলফ পূর্ব্বক সাক্ষ্যে বলিয়া ছিলেন।" (ক্রমশঃ)

---

(১) 'রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্স' ; পঞ্চম বর্ষ, ৪৩২ পৃঃ।

রোজা কেন?

মাহমুদ আহমদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা যখন রোজা রাখবে, তখন লোক-দেখানোকারীগণের ন্যায় নিজ চেহারাকে শুষ্ক কারো না, কারণ তারা চেহারায় এরূপ বানায় যাতে মানুষ তাদেরকে রোজা পালনকারী মনে করে। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়েছে। তোমরা যখন রোজা পালন করবে, তখন মাথায় তৈল দিও এবং মুখ ধৌত করিও, যাতে মানুষ নয়, বরং তোমাদের পিতা, যিনি লুকিয়ে আছেন, তিনি তোমাদিগকে রোজা পালনের অবস্থায় দেখতে পান। এমতাবস্থায় তোমাদের পিতা যিনি লুকিয়ে আছেন তোমাদিগকে পুরস্কার দেবেন।"
(মার্ক)

হিন্দু ধর্মেও রোজার প্রচলন আছে, তাহা অর্ধ দিবস হউক না কেন। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, জারতস্ত ধর্মেও রোজার প্রচলন আছে। কনফুসিয়াস তাঁহার অনুসরণকারীগণকে রোজা পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আধুনিক যুগে মরণ-ব্রত নামে এক নূতন রোজার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না যে, মরণ ব্রতের মাধ্যমেও উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামের নির্দেশিত পন্থাই সহজ এবং সর্বোত্তম। যখন আমরা উহাকে পরিশ্রমের ফল বা উপকারের সাথে যাচাই করে দেখি। রোজার সময় সম্বন্ধে আল্লাহ বর্ণনা করে দিয়েছেন।

و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

"এবং পানাহার করিতে থাক যে যাবৎ না রাত্রির অন্ধকার হইতে উষার শুভ্র রেখা ফুটিয়া বাহির হয়। অতঃপর রোজা পুরা কর রাত্রি পর্যন্ত।"

এই অল্প সময় খোদার জন্য উৎসর্গ করলে পুরস্কারের একটা পথ সুগম হয়ে যায়। ত্রিশ দিন রোজা মোসলমানের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এক মাস রোজার মধ্যেও আল্লাহ্ মানুষের সুখ-ভোগের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বলেছেন।

أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن

"রোজার রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো। তোমরা একে অপরের পোশাক স্বরূপ।" কোরআন শরীফের মাধ্যমে পোশাকের তিনটি উপকার দেখা যায়ঃ—

(ক) উলঙ্গতাকে ঢাকা (খ) বেশ ভূষায় সজ্জিত করা (গ) শীত গ্রীষ্ম হতে রক্ষা করা। দীর্ঘ দিন স্ত্রীসহবাস না করলে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়াকে উলঙ্গতার সহিত তুলনা করা চলে।

মানুষ যখন বৈধরূপে সহবাস করে, তখন দুর্নাম হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। উভয়ে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী তৃপ্তি লাভ করে। সন্তান সন্ততি লাভ করে। এটাকে বেশভূষার সহিত তুলনা করা যায়। দীর্ঘ দিন স্ত্রীসহবাস হতে বিরত থাকলে নানা রোগের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এটাকে শীত ও গ্রীষ্মের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সুতরাং রমযান মানুষের

কোন সুখ বা আনন্দের ব্যাঘাত ঘটায় নাই। এখন দেখব রোজার কি প্রয়োজন আর কেনই বা আল্লাহ্ মোসলমানদের উপর রোজা নির্ধারিত করেছেন। এর ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, لعلكم تتقون যাতে তোমরা রক্ষা পেতে বা সৎকর্মশীল হতে পার। রোজার ফলে আমরা বিভিন্ন ধর্মের আপত্তি হতে রক্ষা পেতে পারি। দুঃখ ও পাপ হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি, তাকওয়া দ্বারা ধর্ম্ম পরায়ণতায় দৃঢ় হতে পারি। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র জন্য দুঃখ কষ্ঠ করে, তখন আল্লাহ্ তার কৃত পাপ ক্ষমা করে দেন। কারণ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। রোজা পালনে সে দুঃখীর দুঃখ এবং গরীবের ক্ষুধা অনুভব করতে পেরে, তার যথাশক্তি সাহায্য করে থাকে, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং পানাহার ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন তার নৈতিক শক্তি সতেজ এবং চাঙ্গা হয়ে উঠে। তখন সে পাপ হতে দূরে থাকার সন্ধান পায় এবং আল্লাহ্‌র সহায়তায় ঐগুলো হতে বিমুখ থাকে। যখন সে এভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে এবং বান্দার হক আদায় করে, তখন খোদাতালার সহিত তার সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। আধ্যাত্মিকতায় প্রভুত উন্নতি করে। ভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পায় এবং ধর্ম্ম পরায়ণতায় দৃঢ় হয়। রোজা মানুষকে পরিশ্রমে অভ্যস্ত এবং ধৈর্যশীল করে তোলে। যারা দু'বেলা অন্নের সংস্থান করতে পারে না, তাদের সাহায্য করে, পরোকালের স্থানকে মনোরম করতে পারে। রোজা মানুষকে আরো শিক্ষা দেয় যে, যখন সে সমস্ত বৈধ জিনিষ পরিত্যাগ করে, তখন অবৈধ জিনিষে নিমগ্ন হওয়া কোন প্রকারেই উচিৎ নহে। মানুষ যখন এই কাজগুলো সমাধা করতে পারে, তখন সে "খাসেয়িন" বা নিবেদিতচিত্ত হতে পারে। "তাত্তাকুন" এর অর্থ রক্ষা পাওয়া। এর এক ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, মোসলমানদের জন্য রোজা ফরজ না হলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ মোসলমানদের উপর আপত্তি করার সুযোগ পেত, যে আমরা আল্লাহ্‌র জন্য পানাহার হতে নিবৃত্ত থাকি, অথচ শ্রেষ্ঠ উম্মতের দাবীকারীরা ইহা করে না। আল্লাহ্ মোসলমানগণকে এই আপত্তি হতে রক্ষা করেছেন। "এত্তাকার" এক অর্থ ভাল বা মুক্তির উপায়। দুঃখ হতে রক্ষার জন্য ভাল ব্যবহার করা। দুঃখ দু'প্রকার। (ক) কোন কষ্টে নিপতিত হওয়া। (খ) নেক কাজ না করতে পারা। নেক কাজ করতে না পারা সবচেয়ে বড় কষ্ট এবং বেদনা দায়ক। অতএব বলা হয়েছে যে, যখন রোজা পালনে তোমাদের নৈতিক উন্নতি হবে, তখন খোদাতালা তোমাদের জন্য ভাল হবেন। তোমরা কোন কষ্ট ও দুঃখ পাবেনা এবং কোন মঙ্গল কাজ তোমাদের হাত হতে যেতে পারবেনা। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের সুবিধার জন্য আরো বলেছেন।

ايامًا معدودت فمن كان منكم مريضا او
على سفر فعدة من ايام أخر و على الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين ط

"কতিপয় গণিত দিবস, তবে যদি কেহ তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা ভ্রমণে থাকে, তবে অন্য সময়ে গণিত (রোজা) পূরণ করবে। আর যারা রোজা রাখতে মোটেই সমর্থ নয় তারা (এক রোজার পরিবর্তে) এক মিসকিনকে অন্ন দান করবে। ইসলাম বিশ্ব জনীন ধর্ম্ম। ইহার অর্থ শান্তি। ধর্ম্ম কোন বোঝা চাপাতে আসে নাই।"

পবিত্র কোরআনে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

"আল্লাহ্ কারো উপর সাধ্যের অতীত কর্তব্য অর্পন করেন নাই।" রোগে আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই তখন রোজা না রেখে, অন্য সময় ঐ রোজা পালন করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন।

তা ছাড়া ভ্রমণে মানুষ পরিশ্রম বোধ করে, তখন রোজা না রেখে, অন্য সময় রাখার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইহাও এক অনুগ্রহ। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ছুটি স্বরূপ। ইহার সদব্যবহার করা উচিৎ। কিন্তু অনেকে এর সদব্যবহার করে না। অনেক সময় যখন অধিক কষ্ট হয়, তখন রোজাদার রুক্ষস্বরে কটুক্তি করে থাকে। এরূপ রোজায় ফল কি? হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হাদিসের ভাষায় "হাকামান আদালান" বা শ্রেষ্ট মীমাংসাকারী। এ সম্বন্ধে হুজুর বলেন—পীড়িত বা এমনাবস্থায় যে ব্যক্তি রমজান মাসের রোজা রাখে, সে স্পষ্টতঃ খোদাতালার আদেশ অমান্য করে। আল্লাহ্‌তালা পরিস্কার বলেছেন যে, পীড়িত এবং ভ্রমণকারী রোজা রাখবেন না। রোগ হতে স্বাস্থ্য লাভ এবং ভ্রমন শেষে রোজা রাখবে। খোদার এ আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। কেননা মুক্তি অনুগ্রহের উপর নিহিত। কারো কর্মের জোরে নয়। (ফতুয়া মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) ১৩২ পৃঃ)। অতঃপর রোজা পালন করা সর্বদা যার জন্য অসুবিধা; সে এক রোজার পরিবর্তে এক মিসকিনকে অন্ন দান করবে। ইহা আল্লাহ্‌র এক খাস অনুগ্রহ। কোন কোন ব্যাধি এরূপ আছে যা মরণের পূর্বে ছাড়তে চায় না। এমতাবস্থায় মানুষের মনে এ দুঃখ থাকতে পারে যে, খোদাতালার একটা ইবাদত হতে সে বঞ্চিত রয়ে গেল। তাদের ক্ষোভ অপনোদন করার জন্য খোদাতালা এরূপ মহা অনুগ্রহ করেছেন।

রমজানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খোদাতালা বলেছেন :—

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

"তাহাই রমজান মাস, যে মাসে কোরআন নাজেল করা হয়েছে।" রমাজান শব্দ রামাজা হইতে নির্গত। সূর্যের তাপকে রামাজা বলা হয়, যার ফলে পাথর গরম হয়ে উঠে। রমাজান মাসে যেহেতু মানুষ পানাহার ও দৈহিক তৃপ্তি হ'তে নিবৃত্ত হয়, এবং ধৈর্য ধারণ করে, সেইজন্য খোদাতালার প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য তার অন্তরে এক তাপের সৃষ্টি হয়। এজন্য এ মাসকে রমাজান মাস বলা হয়। রমজান এমন একটি অশিসময় মাস, যে মাসে অথবা যে মাসের সাধনা সম্বন্ধে কোরাআন, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আলো, যাহা অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ স্বরূপ, যাহা মানুষকে রক্তক্ষয়িতা হতে রক্ষা পাওয়ার সহজ পন্থার সন্ধান দিয়েছে, যার কষ্টিতে সত্য মিথ্যার প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, যাহা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের ভার বাহক যষ্টি স্বরূপ, সেই মহাগ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ হওয়া প্রতিটি মানুষের কর্ত্তব্য, কারণ ইহা উন্নতির এক চাবি কাঠি। মানুষ যত পায়, তত চায়। কিছুতেই তার সাধ মেটে না। খোদাতালা মানুষকে যা দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে পর, আল্লাহ্‌ অধিক দেওয়ার ওয়াদা করেছেন—

لئن شكرتم لازيدنكم

"তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি অধিক দেব"। রোজার ফলে যখন মানুষ গরীব মিসকিনকে সাহায্য করে, তখন তার অন্তর খোদার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে। অতঃপর যখন মানুষ রোজা পালন করে, তখন সে খোদার দর্শন লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তখন খোদা স্বয়ং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; দোওয়া কবুল বা গ্রহণ করেন।

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب

"যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দাও আমি অতি নিকটে।" রোজার ফলে মানুষের মধ্যে যে নৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়, উহার দ্বারা সে খোদার নৈকট্য লাভ করে। তার মধ্যে ধৈর্য, দয়া, দান ও অন্যান্য সদগুণ গুলোর উদ্ভব হয়। রমজান মানুষের মধ্যে

বিপ্লব ঘটায়। প্রতি বৎসর রোজা পালনের ফলে তার মধ্যে পাপ বিদূরিত করার অস্ত্র একত্র হতে থাকে। তখন পাপের দ্বার রুদ্ধ এবং পুণ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। রোজার মাসে অধিক কোরআন পাঠ এবং নফল আদায় ও প্রার্থনার সুযোগ পাওয়া যায়।

মহা নবী (দঃ) বলেছেন—

اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت و غلقت ابواب النار و صفدت الشيطان

"যখন রামাজান আসে, তখন স্বর্গের দ্বার খুলে দেওয়া হয়, এবং অগ্নিকুণ্ডের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয় ও শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।" মানুষ যখন পুণ্য কাজ করে, তখন বেহেশত লাভের আশা থাকে এবং খোদা নরককুণ্ডের দ্বার বন্ধ করে দেন, আর শয়তান কোন দিকে কুৎসা রটানোর স্থান পায় না। মহা নবী আরো বলেছেন—

من صام رمضان ايمان و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه

(বোখারী)

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং পুরস্কারের আশায় রোজা রাখে, তার কৃত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" যখন মানুষ জগতের লালসা ত্যাগ করে, খোদার অনুগ্রহ লাভের সাধনায় মগ্ন হয়, তখন খোদা তার কৃত পাপ ক্ষমা করে দেন। মানুষ দুর্বল, কিন্তু খোদাতালা তাকে জ্ঞান দান করেছেন। যখন সে নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে অকপট চিত্তে অনুশোচনা করে, তখন খোদাতালা মানুষের উপর দয়া পরবশ হন। রোজার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মহা নবী আরো বলেছেন—

ان فى الجنت بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل معهم احد غيرهم يقال اين الصائمون فيدخلون منه فاذ دخل اخرهم اغلق فلم يدخل منه احد

(মোসলেম)

"জান্নাতে এক বিশেষ দ্বার আছে, উহার নাম রাইয়্যান। কেয়ামতের দিন উহাতে কেবল রোজা পালনকারীগণ প্রবেশ করবে, তাদের সাথে অন্য কেহ প্রবেশ করিবেনা। বলা হবে কোথায় রোজা পালনকারীগণ? তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর যখন শেষ ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, তখনই (দ্বার) বন্ধ করে দেওয়া হবে।" অতঃপর হাবিবে খোদা (সাঃ) বলেছেন—

الصيام جنة

(মোসলেম)

"রোজা ঢাল স্বরূপ।"

হজরত আকদাস মছিহ্ মওউদ (আঃ) একাদিক্রমে ছয় মাস রোজা রেখেছেন। "রোজা সম্বন্ধে হুজুর বলেন—আমার এরূপ অবস্থা হয়, যেন মৃত্যুর সন্নিকট হয়ে পড়ি। যখন অসহ্য হয়, তখন রোজা ত্যাগ করতে মন মোটেই চায় না। ইহা মোবারক এবং আল্লাহ্‌র আশিস লাভের দিন।" হুজুর আরো বলেন—"রামজান সূর্যের তাপকে বলা হয়। রোজাদার রামজানে পানাহার এবং সকল দৈহিক উপভোগ ত্যাগ করে ও তার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ রোজা আল্লাহ্‌তালার আহকামের জন্য রোজাদারের মধ্যে এক তাপ সৃষ্টি করে, সে জন্য দৈহিক ও নৈতিক তাপ মিলিত হয়ে রমাজন হয়েছে"। রোজা পালন করার প্রকৃত অর্থ হলো, সমস্ত মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা। নচেৎ পানাহার বন্ধ রেখে স্বাস্থ্যের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার লাভ হয় না।

আল্লাহ্‌র এতে কি লাভ? মানুষ অল্প পুণ্য করলে আল্লাহ্ পুরস্কার দেন বহুগুণে বাড়িয়ে। যারা রোজা রেখে মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করে না, ধোকা দিয়ে থাকে, পরস্ব গ্রাস করে, অন্যায়ের বশবর্ত্তী হয়, আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে না, তাদের পানাহার ত্যাগ কোন ফল উৎসাদন করে না। হজরত মোসলেহ মওউদ রাজি বলেন—

"সুতরাং আমি নসিহত করছি যে, এ মোবারক মাসে ঈমান ও বিশ্বাসের সহিত দোওয়া কর। অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের দোওয়া কবুল হয় না। কিন্তু তাহারা জানে না যে, দোওয়া কিরূপ ঈমান এবং বিশ্বাসের সংঙ্গে করতে হয়।" রমাজান সম্পর্কে খোদাতালা বলেছেন—

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب

"আমার বান্দা যখন তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দাও আমি অতি নিকটে।" খোদাতালা সকলকে এ আশিসময় মাসে পূর্ণরূপে রোজা পালনের শক্তি দিন। আমীন!

★

॥ একটি হৃদয় ও দুটি নয়ন ॥

(প্রথম খলিফার স্বরণে)

মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান

সত্য এবং ধর্মকে সর্বদা বাহ্যিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করা চলে না। হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে হয় এগুলিকে। কারণ, হৃদয়ের সাথে এগুলির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলিকে সাধারণ মনে হলেও হৃদয়ের বিচারে এর মূল্য অনেক। আর এই মূল্য বোধের জন্যই যুগে যুগে বহু মহামানব বহু ত্যাগের বদলে জগতের বুকে শান্তির প্রস্রবন বহাতে সক্ষম হয়েছেন।

আজ থেকে বহু বছর আগে যখন আরবের বুকে অশান্তির প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল তখন কয়েক জন মহামানবের ঐকান্তিক চেষ্টায় তথায় শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরবের এক কৃত দাসের কীর্তি অবস্মরণীয়। তিনি ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। সেযুগে একজন কৃতদাসের কোনই মূল্য ছিল না। আর সেই কৃত দাসই আধ্যাত্মিক জাগরণের দ্বারা নিজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আন্‌তে সক্ষম হয়েছিলেন। মানব কুল শিরমনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁহাকে সহ্য করতে হয়েছিল অকথ্য নির্যাতন যার নজির অদ্বিতীয়। তিনি শান্তিময় ইসলামের মহান শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বিশ্ব বিজয়ী ইসলামের বিজয়ী রূপটি তখনই অবলোকন করেছিলেন যা দ্বিপ্রহরে প্রত্যক্ষ করে লোকের ভূল ভেঙ্গে ছিল।

এখানে আমাদের প্রথম খলিফা হযরত আলহাজ্জ হেকিম নুরউদ্দীন (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর অনুভূতি প্রবন হৃদয়ের কথাই আলোচনা করব যাঁর নজির এযুগে অদ্বিতীয়। এযুগেও যখন প্রতিশ্রুত মসিহ্ (আঃ) এসে বিশ্বকে শান্তির পথে ডাক দিয়েছিলেন, তখন একটি মাত্র হৃদয়কেই নির্ভিক চিত্তে এবং বিনা সংশয়ে প্রথম এগিয়ে আসতে দেখেছি? তিনি ছিলেন সম্মানিত রাজকীয় হেকিম। পার্থিব কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। তবু হৃদয়ে কি যেন অভাব অনুভব করতেন তিনি। আর এই অভাব পূরণের জন্যই তিনি লোক খোজে বেড়াতেন। তাঁর আকাঙ্খিত সেই লোক একদিন সত্যই তাঁকে

ধরা দিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে উজ্জল নক্ষত্র এবং প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যাঁর আগমণ বার্তা পূর্বেই বিভিন্নভাবে লোকের কাছে পৌঁছেছিল। হযরত হেকিম নুরউদ্দীন (রাঃ) উহার ভিতর এক উজ্জল আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। আর তারই বহি; প্রকাশ স্বরূপ তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে এবং বিনা সংশয়ে যুগের নবীর হাতে হাত রেখে প্রথম বয়েত করে উজ্জল আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গির এবং অনুভূতি প্রবন হৃদয়ের প্রমাণ করে গেছেন।

"আমাদের চোখ নিজে কিছুই দেখতে পায় না যতক্ষণ না সূর্যের আলো তার সাথে যোগ হয়।" আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক একই নিয়ম। মানুষ সাধারণ চোখে আধ্যাত্মিক জগতের সব কিছু দেখতে পায় না যতক্ষণ না খোদার রহমত তার সাথে যোগ হয়। আবার খোদার রহমত আকর্ষণ করার জন্যও চাই সে রকম মহৎ হৃদয় এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গি? আর এইসব গুণের সমাবেশ দেখতে পাই আমাদের প্রথম খলিফা হযরত হেকিম নুরউদ্দীন (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনে। তাই প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে চিনতে কোন ভুল করেননি তিনি। অন্যদিকে তার আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতাও ছিল তেমনি অলৌকিক! আজ থেকে প্রায় ৭৬ বছর পূর্বেই তিনি আহ্‌মদীয়াতের বর্তমান গৌরবময় অবস্থা অনুভব করছিলেন যার ফলে তাঁর ঈমান ছিল এত দৃঢ় এবং এত স্বতেজ। প্রথম দৃষ্টিতেই যিনি প্রথম দিনের চাঁদ দেখতে পান তাঁর দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। আর প্রথম দর্শনেই সেই চাঁদের উজ্জল পূর্ণিমার রূপটিকেও অনুভব করতে পারেন তাঁর মধ্যে যে অনুভূতি প্রবন একটি হৃদয় রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। আমাদের প্রথম খলিফা তার প্রমাণ রেখে গেছেন।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নূতন আহ্‌মদী এবং যারা আহ্‌মদীয়াতকে বুঝে ও গ্রহণ করার মত সাহস পাচ্ছেন না তাদের ক্ষণে ক্ষণে শুধু একটি প্রশ্নই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে—"আহ্‌মদীয়াত কি সত্য ধর্ম?" তাদেরকে সেই মহাপুরুষের তেজ দীপ্ত ইমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত যিনি কোন দিন একটি বারের জন্যও এই প্রশ্নটিকে মনে স্থান দেননি! আর সে সঙ্গে তাঁর মর্যাদাও স্মরণ করা উচিৎ। আজ আহমদীয়াতের চন্দ্রের পূর্ণ পূর্ণিমা। আজও কি আমরা সেই সন্দেহের দোলায় দোলব? পৃথিবীর কোণে কোণে আজ আহ্‌মদীয়া জমাত কায়েম হয়েছে। আজ পৃথিবীতে ত্রিশ লক্ষেরও উপরে আহ্‌মদী বিদ্যমান। এখনও এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে কি? আমাদের ঈমানে কি এতটুকু তেজ নেই? আমাদের হৃদয়ে কি এতটুকু খোদা ভক্তি নেই? সব কিছু আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার তবুও আমাদের অন্তরে এত সন্দেহ কেন? "বৃক্ষ তার ফলে পরিচয়।" এই সত্যটিও কি আজ আমরা ভুলে গেছি! যুগের মসিহ্ (আঃ)-এর উপর যেদিন এলহাম হয়েছিল যে, "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার কিনারে কিনারে পৌঁছাইয়া দিব," সেদিন সবাই হেসেছিল। আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখেও কি আমাদের নীরবে বসে থাকা সাজে? আমাদের সন্দেহ মুক্তির সময় আর কতদিন বাকী?

বস্তুতঃ মানুষ এখন প্রকৃত খোদাকেই ভয় করে না! খোদা ভীতি যার ভিতরে আছে তিনি কি কখনও খোদার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন? এযুগেও মাত্র একজনকেই দেখি যিনি খোদার ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি। তিনিই আমাদের প্রথম আহ্‌মদী এবং প্রথম খলিফা। তাঁর হৃদয়ে প্রকৃত খোদা প্রেম ছিল বলেই খোদা তাকে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রথম রাত্রেই চাঁদ দেখার মত দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আর তারই পূর্ণিমার রূপটিকে অনুভব করার জন্য দিয়েছিলেন একটি হৃদয়।

মহা করুণাময়ের দরগায় এই প্রার্থনা, তিনি যেন প্রতিশ্রুতি মসিহ ও মাহদীর সত্যতাকে উপলব্ধি করার জন্য সত্যান্বেষী চক্ষুকে আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত করেন। আমীন।

★

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন ,,
৮।	শাস্তি ও সতর্কবানী	মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৯।	কোরআনের আলো	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আঃ)
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	,,
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা :	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.